যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৯৬

১/ বিবিধ

আরবী

إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة

ضعيف

أخرجه الطبراني في الكبير (3 / 165 / 2) والضياء في " المختارة " (204 / 2) من طريق يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا

قلت: وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم ضعفهما أحمد وغيره، وقد اضطرب أحدهما في إسناده فمرة رواه هكذا ومرة قال: إبراهيم بن ميسرة بدل إسماعيل بن أمية، أخرجه الأزرقي في " أخبار مكة " (ص 254) وكذا الضياء من طريق الطبراني، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 354) ومرة قال

إسماعيل بن إبراهيم، رواه البزار كما في " المجمع " (3 / 209) ومرة أخرى أسقطه فقال: عن محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير، ذكره ابن أبي حاتم في " علل الحديث " (1 / 279) وقال: قال أبي: محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير، مرسل، وهذا حديث يروي عن ابن سيش رجل مجهول، وليس هذا بحديث صحيح

ورواه ابن عدي (ق 226 / 1) من طريق عبد الله بن محمد القدامي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير به، ولفظه: " من حج راكبا كان له بكل خطوة حسنة، ومن حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من

حسنات الحرم، قال: قلت: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف " وقال عبد الله بن محمد القدامي عامة حديثه غير محفوظ وهو ضعيف
قلت: وجملة القول: أن الحديث ضعيف، لضعف راويه، واضطرابه في سنده ومتنه وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا، فلوكان الحج ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جمهو ر العلماء إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في " شرح مسلم "، وراجع رسالتي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه " (ص 16) من الطبعة الأولى، والتعليق (16) من طبعة المكتب الإسلامي
وفي الحديث عند ابن أبي حاتم، وأبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي قبله، وقد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا وهو (الأتي)

বাংলা

৪৯৬। নিশ্চয় আরোহন করে আগত হাজীর বাহনের প্রতিটি পদক্ষেপ সত্তরটি সৎকর্ম তুল্য এবং পায়ে হেঁটে আগত হাজীর প্রতিটি পদক্ষেপ সাতশত সৎকর্মের সমতুল্য।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তাবারানী “মুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (৩/১৬৫/২) এবং যিয়া “আল মুখতারা” গ্রন্থে (২/২০৪) ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম তায়েফী হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া হতে, তিনি সাঈদ ইবনু যুবায়ের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফু’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম উভয়কেই ইমাম আহমাদ ও অন্যরা দুর্বল বলেছেন। তাদের কোন একজন তার সনদে ইযতিরাব ঘটিয়েছেন। একবার বলেছেন এরূপ, অন্যবার “ইসমাঈল ইবনু উমাইয়ার” পরিবর্তে বলেছেন ইবরাহীম ইবনু মায়সারা। এটি আযরূকী "আখবারু মক্কা" গ্রন্থে (পৃ. ২৫৪), অনুরূপভাবে যিয়া তাবরানী সূত্রে এবং আবু নুয়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৫৪) বর্ণনা করেছেন। আরেকবার বলেছেনঃ ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম। এটি বাযযার (১১২১) বর্ণনা করেছেন। আরেকবার তাকে রাখেনইনি। বলেছেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনু যুবায়ের হতে। এটি মুরসাল।

এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে ইবনু সীশ হতে। তিনি একজন মাজহুল ব্যক্তি। এ হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু আদী (কাফ ২২৬/১) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ কুদামী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ তার অধিকাংশ হাদীস

মাহফুয (নিরাপদ) নয় এবং তিনি দুর্বল। মোটকথাঃ হাদীসটি দুর্বল। বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে এবং তার সনদটিতে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে।

কীভাবে সহীহ্ হয় যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করেছেন। যদি হেঁটে হজ্জ করা উত্তম হত, তাহলে আল্লাহ তার নবীর জন্য সেটিই পছন্দ করতেন। এ কারণেই জামহুরে ওলামা আরোহীর মাধ্যমে (মক্কা গিয়ে) হজ্জ করাকে উত্তম বলেছেন। যেমনটি নাবাবী “শারহু মুসলিম”-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68081

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন